১৪-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রথমে এইটা নিশ্চয় কর যে আমি হলাম আত্মা। প্রবৃত্তিতে থেকেও নিজেকে শিববাবার সন্তান এবং পৌত্র মনে কর। এর জন্যই পরিশ্রম করতে হয়।

প্রশ্ন:- তোমরা সবাই পুরুষার্থী বাচ্চারা কোন্ গুহ্য রহস্যকে ভালো ভাবে জানো?

উত্তর:- আমরা জানি যে এখনও পর্যন্ত কেউই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়নি। সবাই পুরুষার্থ করছে। আমি সম্পূর্ণ হয়ে গেছি - এই কথা বলার সাহস কারোর মধ্যেই নেই। কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এই শরীরটাই আর থাকবে না। শরীর না থাকলে তখন সূক্ষ্মবতনে গিয়ে বসতে হবে। মূলবতনে তো কেউই যেতে পারবে না। কারণ বর যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ কনেরা যাবে কিভাবে? এটাও হল একটা গুহ্য রহস্য।

গীত:- দর্পণে আপন মুখ দেখ হে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ। বাচ্চারা তো এখন এটা বুঝে গেছে যে এঁনার (ব্রহ্মাবাবার) নাম শিব নয়। সেটা তো হল নিরাকার শিব ভগবানুবাচ। বাচ্চারা বোঝে যে নিরাকার তো শিববাবাকেই বলা যাবে। অন্য কোনো মানুষের জন্য তো এই কথা বলা যাবে না। নিরাকার পতিত-পাবন শিববাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এই শরীরের মধ্যে বসে বোঝাচ্ছেন। তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। পিতাকে এবং নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে বুঝতে হবে। মানুষ জানেই না যে আত্মা আসলে কি। ইংরেজিতে বলা হয় সেল্ফ রিয়েলাইজেশন (আত্ম-অনুভূতি)। সেল্ফ অর্থাৎ আত্মা আসলে কি? হয়তো বলে থাকে যে ভ্রুকুটির মাঝে তারা আছে। কিন্তু ওটা কেবল কথার কথা। আত্মা যখন তারার মত নিরাকার তখন তার পিতাও নিশ্চয় নিরাকার-ই হবেন। ছোট বড় তো হতে পারে না। আত্মা যেরকম, পরমাত্মাও সেইরকম। তিনি হলেন সুপ্রিম (পরম), উঁচুর থেকেও উঁচু। প্রথমে আত্মাকে এইটা বুঝতে হবে যে আত্মা কার সন্তান। আত্মা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হয়, কিভাবে পুনর্জন্ম নেয়। কিছুই জানে না। আগে তো এই জ্ঞানটা থাকতে হবে যে আত্মা আসলে কি। বাবা-ই এসে বাচ্চাদেরকে বোঝান যে আত্মা হল তারার মত, অতি সূক্ষ্ম। এই চোখের দ্বারা দেখা যাবে না। দেখার জন্য দিব্যদৃষ্টি প্রয়োজন। হাসপাতালে গিয়ে আত্মাকে দেখার যতই চেষ্টা করুক কিন্তু আত্মাকে দেখতে পাবে না। আত্মা অতি সূক্ষ্ম। আগে তো এইটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমি হলাম অতি সূক্ষ্ম আত্মা। বাবা সেইসব আত্মাদেরকেই বোঝান যাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। তারপর পরমাত্মা নিজেই অনুভব করান। ওই আত্মার পক্ষে তো নিজে নিজে অনুভব করা সম্ভব নয়। পরমাত্মা স্বয়ং তাকে অনুভব করান যে আমি হলাম তোমার পিতা এবং আমি অতি সূক্ষ্ম। নাটকের সমস্ত পার্ট রেকর্ড হয়ে আছে। এঁনার ভূমিকাতে কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বাবা বলছেন, আমি কারোর রোগ সারাতে আসি না। এইসব শারীরিক অসুস্থতা তো কর্মভোগ। তোমরা তো বলো - হে পতিত-পাবন, নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও, রাজযোগ শেখাও। পরমাত্মাকেই তো আহ্বান করা হয়। তাহলে এর মধ্যে কৃষ্ণ এল কোথা থেকে। কৃষ্ণকে তো সকলের গড ফাদার বলা যাবে না। সকল আত্মার পিতা হলেন নিরাকার। তিনি হলেন দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা। তিনি কিভাবে আসেন এবং কিভাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেন - সেই বিষয়ে কিছুই জানে না। শাস্ত্রে তো এইসব কিছুই নেই। গীতা হল সকল শাস্ত্রের মস্তকমণি।

গীতার দ্বারাই সত্যযুগের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য সন্তানেরা এসেছে। মুখ্য ধর্মশাস্ত্র কোনটা? এই বিষয়টাই বাবা বোঝাচ্ছেন। গীতাই হল মুখ্য, যার দ্বারা ব্রাহ্মণ, সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপন হয়। সঙ্গমযুগে তো ব্রাহ্মণ ধর্মই আছে। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন যার দ্বারা আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হই। তারপর সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী হব। এটা যেন ভালোভাবে স্মরণে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপন করেন। আত্মার বিষয়েও বাবা বুঝিয়েছেন। কোনো কোনো বাচ্চা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করে। আরে, তুমি তো আত্মাই, তাই না? তোমাদের বাবা হলেন শিব। আত্মা যেমন শরীর ছাড়া কিছুই করতে পারে না, সেইরকম নিরাকার বাবারও তো শরীরের প্রয়োজন, তাই না? তিনি এই শরীরের মধ্যে এসে বোঝান। আত্মার রূপ এবং পরমাত্মার রূপ কেমন। এটা তো কেবল কথার কথা বলে যে পরমাত্মার রূপ হল বিন্দু। কিন্তু সেই বিন্দুর মধ্যে কিভাবে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে যা কখনও মুছে যায় না। এটা তো কেউই জানে না। কিন্তু এই পার্ট অনাদিকাল থেকে ক্রমাগত চলে আসছে যার কোনও অন্ত নেই। পুরাতন দুনিয়ার সমাপ্তি হলেই নতুন দুনিয়া হবে। বাবা এসেই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। বাবা বুঝিয়েছেন, মুখ্য ধর্মশাস্ত্র হল চারটি, যার দ্বারা চারটি ধর্মের স্থাপন হয়। প্রথমে গীতা, তারপর ইসলাম ধর্মের শাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্র এবং খ্রিস্টান ধর্মের শাস্ত্র। পরে আরও বৃদ্ধি হয়। এইসব শাস্ত্র হল গীতার নাতি-পুতি। তাই মহিমা করে বলা হয় - শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা। যেটা বাবার দ্বারা গাওয়া হয়েছে। বাবা বলছেন, আমি মানুষও নয় এবং দেবতাও নয়। আমি তো হলাম উঁচুর থেকেও উঁচু পরমাত্মা। আমি প্রতি কল্পেই এই সাধারণ শরীরে পড়ানোর জন্য আসি। তোমরা জানো যে এখন আমরা বরাবরের মতো ব্রাহ্মণ হয়েছি এবং এরপর দেবতা হব। বৃদ্ধি তো হতেই থাকবে। তবে হ্যাঁ, বি.কে. হওয়া কোনও মাসির বাড়ির কথা নয়। বোঝানো হয় যে গৃহস্থে থেকেও নিজেকে শিববাবার সন্তান বলে মনে কর। তোমরা হলে শিববাবার সন্তান, আবার তোমরাই হলে শিববাবার নাতি। জ্ঞানে আসার আগে এইরকম বলে না যে আমি হলাম ঠাকুরদাদার নাতনি এবং সন্তান। তোমরা হলে ঠাকুরদাদার (শিববাবার) সন্তান। সেই সূত্রে তোমরা বাচ্চারা হলে শিববংশী। তারপর শিববাবা দত্তক নিয়ে বি.কে. বানান। তিনি হলেন নিরাকার, আর ইনি হলেন সাকার। তোমরা হলে নিরাকার বাবার সন্তান। বাবা এও বলেন যে ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদেরকে দত্তক নিই। তাই ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার জন্য তোমরা হলে আমার নাতি। তোমরা শিববাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাও। এছাড়া ধর্মশাস্ত্র তাকেই বলা হবে যার দ্বারা কোনও ধর্ম স্থাপন হয়েছে। বেদের দ্বারা কোন্ ধর্মের স্থাপনা হয়েছে? কিছুই হয়নি। মহাভারতও কোনো ধর্মশাস্ত্র নয়। বাইবেল হল ধর্মশাস্ত্র। গীতার দ্বারা তো দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়েছে। এছাড়া ভগবৎ, রামায়ণ ইত্যাদিতে তো সংশয়পূর্ণ কিছু কথা লিখে দিয়েছে। ওইগুলো কোনো ধর্মশাস্ত্র নয়। আসল কথা হল আত্মাকে বুঝতে হবে। ওরা আবার বলে যে আত্মার ওপর কোনো প্রলেপ পড়ে না। এটা ভুল কথা। বাস্তবে তো আত্মাই এই শরীরের দ্বারা খাবার খায়, ঘ্রাণ নেয়। সুখ-দুঃখ তো আত্মাই অনুভব করে, তাই না? সেইজন্যই মহাত্মা, পাপাত্মা ইত্যাদি বলা হয়। তাই আত্মা এবং পরমাত্মাকে অভিন্ন বললে সেটা তো ভুল বলা হবে। এমন কিছু বাচ্চা আছে যারা সেন্টারে আসে কিন্তু আত্মা কি জিনিস সেটাই জানে না। তোমরা বলো যে আত্মা তারার মত। তার মধ্যেই সমস্ত পার্ট ভরা আছে। আত্মা অতি সূক্ষ্ম, একে কখনো দেখা যায় না। তবে হ্যাঁ, বাবা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার করাতে পারেন। সাক্ষাৎকার হওয়ার পর আবার উধাও হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করতে হবে যে আমরা হলাম অতি সূক্ষ্ম আত্মা। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে যেমন শোনা যায় যে সে জ্যোতির সাক্ষাৎকার করেছিল।

দেখেছিল যে ওর থেকে জ্যোতি বেরিয়ে আমার মধ্যে মিশে গেল। কিন্তু এটা তো কেবল সাক্ষাৎকার হয়েছিল। এখানে মিশে যাওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। আত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে তো কি হয়েছে। তুমি তো আত্মাই। অযথা কত মহিমা লিখে দিয়েছে। সাক্ষাৎকার হয়েছে সেটা তো ভাল কথা, কিন্তু তার থেকে প্রাপ্তি কি হয়েছে? কিছুই না। ধর তোমার চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার হল, তাহলে কি তুমি লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে? এটা তো কেবল এম অবজেক্টের (লক্ষ্য) সাক্ষাৎকার হল। বাবার রূপের কেমন সাক্ষাৎকার হবে? আত্মা যেমন তারার মতো, সেইরকম তিনিও তারার মতো। দেখিয়েছে যে অর্জুন বলেছে - তোমার এই হাজার সূর্যের সমান তেজ আমি সহ্য করতে পারছি না, এবার বন্ধ কর। কিন্তু আসলে এইরকম কিছুই নয়। আগে তো অনেকের সাক্ষাৎকার হত। যেটা শুনত সেটাই সাক্ষাৎকার হয়ে যেত। ভাবত যে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হল। কিন্তু এতে তো কোনও লাভ নেই। বাবা বলছেন, আমি রাজযোগ শিখিয়ে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসেছি। এমন নয় যে কোনো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেব। অসুখ করলে ডাক্তারের কাছে যাও। আমি তো পবিত্র বানাতে এসেছি। পবিত্র হলেই পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। পতিত দুনিয়ার বিনাশ হলে তবেই তো নতুন দুনিয়ার স্থাপন হবে। মহাভারতের যুদ্ধের পর কি হয়েছিল সেই বিষয়ে কিছুই দেখায় নি। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এখন সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছি। এই জ্ঞান কারোর বুদ্ধিতেই নেই। আত্মার জ্ঞান-ই নেই। বাবাকে এসে প্রশ্ন করে যে আত্মা কি, বাবাকে স্মরণ করব কিভাবে? বাবা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান। যখন সেবাধারী বাচ্চাদের মধ্যেই আত্মা-পরমাত্মার জ্ঞান নেই তাহলে অন্যদেরকে কি শোনাবে? নিশ্চয়ই মুরলী শোনায়। টিচারদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম থাকে, তাই যেসব মুখ্য ব্রাহ্মণীরা আছে তাদের মধ্যে কাউকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবে আত্মার রূপ কেমন? পরমাত্মার রূপ কেমন? সুপারভাইজ (তদারকি) করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিকর্মের বিনাশও হবে না। মানুষের বুদ্ধি একদম পাথর হয়ে গেছে। পরশের মতো বুদ্ধি বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। দিলওয়াড়া মন্দিরে আদিদেবের কালো চিত্র দেখিয়েছে এবং ওপরে স্বর্গের ছবি দেখিয়েছে। যে মন্দির বানিয়েছিল সে কোটিপতি ছিল, কিন্তু কিছুই জানত না। মহাবীর বলে কিন্তু তার অর্থ কিছুই জানে না। জগৎ আম্বা তো মহারাণী হন, তাই না? সরস্বতী হল আদিদেবের কন্যা। অনেক মন্দির বানিয়েছে। ট্রাস্টির লোকেরাও কিছু জানে না। পূজারীও বলে যে আমি তো কেবল মন্দির সামলানোর জন্য আছি। মন্দির তো অমুক ব্যক্তি বানিয়েছিল, তাই আমি কিছু জানি না। মানুষ আসে আর মাথা ঠুকে চলে যায়। তোমরা এখন কত আলোক পেয়েছ। এটা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া। মানুষ গীতা ভবন তৈরি করে কিন্তু গীতাজ্ঞান কে দিয়েছিলেন সেটাই কেউ জানে না। বড় বড় কোটিপতিরা বড় বড় মন্দির তৈরি করে। কিন্তু কিছুই জানে না। বাবা এসেই তোমাদেরকে সমস্ত নাটকের রহস্য বলছেন। আচ্ছা, যদি অন্য কিছু বুঝতে না পারো তাহলে কেবল শিববাবাকে স্মরণ করতে থাক। এতেও কল্যাণ হবে। বাবার কথা তো স্মরণে আসে, তাই না? শিববাবা হলেন সকল আত্মার পিতা। মৃত্যুর সময় যদি শিববাবা ছাড়া আর কারোর কথা স্মরণে না আসে তাহলেও স্বর্গে যাবে। সেটাও কি কম ব্যাপার। প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর নাম হল শিব। আত্মাও বিন্দু, পরমাত্মাও বিন্দু। আত্মার মধ্যে যেমন ৮৪ জন্মের পার্ট আছে, সেইরকম পরমাত্মার মধ্যেও পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর পার্ট আছে। ভক্তিমার্গে আমি সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করি। বাবার হাতে দিব্যদৃষ্টির চাবি আছে। এটাও নাটকের মধ্যেই রয়েছে। প্রবল ভক্তি করলে সাক্ষাৎকার হবেই। শয়তান (রাবণ) অশুদ্ধ কামনা পূরণ করে। যেসব ঋদ্ধি-সিদ্ধি ইত্যাদি শেখে, সেইগুলো শেখানো আমার কাজ নয়। এইসবের দ্বারা মানুষ অন্যকে

দুঃখ দেয়। আমি ওই সকল ইচ্ছা পূরণ করি না। এখন বাচ্চারা সবাই পুরুষার্থী। কেউই ১৬ কলা সম্পন্ন হয়নি। যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে ততক্ষণ এই পুরুষার্থ চলতেই থাকবে। আমি ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে গেছি – এই কথা বলার সাহস কারোর নেই। তৈরিই হয়নি। অন্তিমে ওইরকম অবস্থা হবে। যদি কেউ রাতদিন এক করে পুরুষার্থ করে, তাহলেও হতে পারবে না। এখন কেউ কর্মাতীত হয়ে গেলে তাকে শরীর ছাড়তে হবে। সূক্ষ্মবতনে গিয়ে বসতে হবে। মূলবতনে তো যেতে পারবে না। আগে বর যাবে, তারপর তো কনেরা যাবে। বর যাওয়ার আগেই কিভাবে চলে যাবে। অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধি প্রয়োজন। আচ্ছা –

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:–

১) সাক্ষাৎকার করার ইচ্ছা না রেখে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। প্রথমে এইটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমি হলাম অতি সূক্ষ্ম আত্মা।

২) অসুখ–বিসুখ করলে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। এটাও একপ্রকার কর্মভোগ। স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে।

বরদান:– সূক্ষ্ম পাপের থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্থিতিকে প্রাপ্ত করতে সমর্থ সিদ্ধি স্বরূপ হও।

বর্তমান সময়ে কোনো কোনো বাচ্চা কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞানকে হালকা ভাবে নেওয়ার কারণে ছোট ছোট পাপ কর্ম করে ফেলছে। কর্ম দর্শনের সিদ্ধান্ত হল – যদি তুমি কারো নিন্দা কর, কারো অবগুণকে প্রচার কর কিংবা কারো পক্ষ নিয়ে কথা বল, তাহলেও পাপের ভাগী হয়ে যাও। আজ তুমি কারো নিন্দা করলে কালকে সে তোমার দ্বিগুণ নিন্দা করবে। এই রকম ছোট ছোট পাপ সম্পূর্ণ স্থিতিকে প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে বিঘ্নরূপ হয়ে যায়। তাই কর্মের গুহ্য গতিকে জেনে, পাপের থেকে মুক্ত হয়ে সিদ্ধি স্বরূপ হও।

স্লোগান:– আদি পিতার সমান হওয়ার জন্য শক্তি, শান্তি এবং সকল গুণের স্তম্ভ হও।